Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৬, সোমবার, ১০ পৌষ, ১৪২৩

নোট বাতিল সহ মানুষের দুর্ভোগের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ২২ ডিসেম্বর : মোদির নোট বাতিলের ৫০ দিন পূর্ণ হতে আর ৮ দিন বাকি। প্রধানমন্ত্রী ৫০ দিন সময় চেয়ে নেয় ভারতের মানুষের কাছে। কালো টাকা উদ্ধার তো দূরঅস্ত। মানুষের দিন চালানো নাভিশ্বাস উঠছে। নোটকাণ্ডকে হাতিয়ার করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় নেমেছে। মোদি-মমতার লড়াই যে স্রেফ গদাযুদ্ধ—তা বোঝাতেই বামপন্থীরা কার্জনগেটে সারাদিন প্রচার বিক্ষোভের আয়োজন করে। ২২ ডিসেম্বর সিপিআই(এম) শহর জোনাল কমিটির ডাকে আয়োজিত সারাদিনের বিক্ষোভ সভায় প্রচুর মানুষ যোগ দেয়। সকাল ১১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত বিক্ষোভ সভায় ট্রাফিক সিগন্যালে পথ চলতি যানের যাত্রীরা এবং মানুষ এই জ্বলন্ত সমস্যাতে বামপন্থীদের পথে নামাকে সমর্থন জানায়।

সারাদিনের এই সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার, জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, গণেশ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, কালিশংকর পাল, শৌভিক চট্টরাজ, দীপঙ্কর দে, প্রলয় আইচ। সভাপতিমণ্ডলী ছিলেন তাপস সরকার, গৌরী ব্যানার্জী, দুলাল নাগ, জনার্দন রায়।

অমল হালদার মোদি-মমতা বাকযুদ্ধকে কটাক্ষ করে বলেন, বামপন্থীদের হক আছে কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াই করার। একটা দীর্ঘদিনের ইতিহাস। সারদা, নারদা কেলেঙ্কারিতে যুক্ত তৃণমূল দলের কোনো হক নেই লড়াই করার। দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরাচারি, গণতন্ত্র ধ্বংসকারি মমতা কখনও মোদি বিরোধী আন্দোলনে মুখ হতে পারে না। তৃণমূল একটা ফ্যাসিস্ট দল কখনও আর একটা ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে পারে না। সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিস্ট দল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে সারা দেশে সমস্ত গণতান্ত্রিক দলকে এক হয়ে লড়াই চালাতে হবে।

অচিন্ত্য মল্লিক বলেন, আমাদের রাজ্যে যে দল বিজেপিকে দ্বিতীয় স্থান করে দিতে চায় সে লড়বে মোদির বিরুদ্ধে। আমাদের রাজ্যে তৃণমূল-বিজেপি দুজনে নকল যুদ্ধ দেখিয়ে সমস্ত বিরোধী দলকে শেষ করতে চাইছে। গত দু বছরে মোদিজির সময়ে জিনিসের দাম বেড়েছে বেশি। শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে, বেকার বেড়েছে, কৃষিতে সংকট। তখনই খেলছে সাম্প্রদায়িক তাস। তাতে কাজ না হওয়ায় উগ্র জাতীয়াবাদ উস্কে দিতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা।

আমরণ লড়াই-এর ডাক দিল ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের যৌথ গণকনভেনশন

এ.এস.পি-র বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২২ ডিসেম্বর : 'উই উইল ফাইট টিল ডেথ' দুর্গাপুরে আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের যৌথ কনভেনশন এই শপথ নিয়ে, দুর্গাপুরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ও রাজ্যের অর্থনীতিকে নিশ্চিত রুগ্নতার হাত থেকে বাঁচাতে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বেসরকারিকরণের উদ্যোগ বাতিল, সেইলের বিশেষজ্ঞ সংস্থা 'সেট'-এর প্রস্তাব অনুসারে এ.এস.পি বিনিয়োগ ও আধুনিকীকরণ এবং একই সাথে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (ডি.এস.পি) কে বার্ষিক ২.২ মিলিয়ন টন থেকে ১০ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা-সম্পন্ন কারখানায় পরিণত করার জন্য ইস্পাত শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গ সহ দুর্গাপুরের দলমত-নির্বিশেষে সকলকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

মোদি সরকারের সম্প্রতি ২২টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সেইলের বিশেষ ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা দুর্গাপুরে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টে, সালেম ও ভদ্রাবতী স্টিল প্ল্যান্ট। আশ্চর্যজনক হলেও এটাই সত্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বিগত ১৬ বৎসর ধরে ক্রমান্বয়ে মুনাফা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে হাজার হাজার কোটি টাকা জমা করেছে। কিন্তু ২০১৪-১৫ আর্থিক বছর থেকে সেইল লোকসান শুরু করে এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের ইস্পাত উৎপাদক সংস্থাগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছে। বিদেশের তৈরি ইস্পাত অবাধে দেশে বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু দেশীয় ইস্পাত শিল্প বাঁচাতে কোনো অজ্ঞাতকারণে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক বসানো হচ্ছে না।

স্বাধীন ভারতে শ্রমিক অধিকার রক্ষায়, দুর্গাপুরের ইস্পাত শ্রমিকরা যে অনন্য সাধারণ নজির তৈরি করছে তা দেশ-কালের পরিধি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছে। একই সাথে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাঁচাতে এবং জন্মলগ্ন থেকে এ.এস.পি ও ডি.এস.পি বাঁচাতে ও দেশের মধ্যে ইস্পাত উৎপাদনে শীর্ষে পৌঁছাতে দুর্গাপুরের ইস্পাত শ্রমিকরা অনবদ্য ভূমিকা পালন

—এরপর চারের পাতায়

শিল্পতালিকায় রাজ্য ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে : শ্যামল চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ২৩ ডিসেম্বর : দুর্গাপুর হর্ষবর্ধন রোডে ডিভিসি শ্রমিক ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ)-এর ডি.এস.টি.পি.এস ইউনিটের কার্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় কেন্দ্র ও রাজ্যের উভয় সরকারে শ্রমিক ও শিল্প-বিরোধী মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন, সি.আই.টি.ইউ-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি ও ডিভিসি শ্রমিক ইউনিয়ন-এর সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী। তিনি বলেন, যে শিল্পের ভয়ানক অধোগতি, দেশের শিল্প-তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের ১৩তম স্থানে নেমে যাওয়া চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক তথাকথিত জাকজমক-পূর্ণ 'শিল্পমেলা' করে রাজ্যের শিল্প গড়ার নামে জনগণের পয়সা অপব্যয় ছাড়া কিছু করছেন না। অন্যদিকে শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করার নীতি নিয়েছেন। কিন্তু সি.আই.টি.ইউ কোনভাবেই মাথা নোয়াবে না। গত ৩৭ বছর ধরে ডিভিসি শ্রমিক ইউনিয়ন, শ্রমিক স্বার্থে ডিভিসি-তে লাগাতার লড়াই আন্দোলন চালিয়ে গেছে।

অন্যদিকে নোট-বদলী নিয়ে জনসাধারণের হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানান তিনি। অন্যদিকে রাজ্যে সারদা-নারদা কেলেঙ্কারিতে জনগণের লুণ্ঠিত কোটি কোটি টাকা হদিশ ও বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রেও একই রকমের গড়িমসি, কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক গোষ্ঠীর গোপন বোঝাপড়া সামনে আসছে। তিনি অভিযোগ করেন বিরোধীদের তোলা প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ নিরক্ষেপ ভাবে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। জনসভা শুরুর আগে ডিভিসি শ্রমিক ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ.)-এর ডি.এস.টি.পি.এস. ইউনিটের কার্যালয়ের দ্বারোদঘাটন করেন শ্যামল চক্রবর্তী। ডি.এস.টি.পি.এস ইউনিটের চিফ ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড প্রজেক্ট হেড এস.এন.ঝা সহ অন্যান্য উচ্চ পদ আধিকারিক শ্যামল চক্রবর্তীর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন।

—এরপর চারের পাতায়

বর্ধমান পৌর উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ২৩ ডিসেম্বর : আজ বর্ধমান উৎসব ময়দানে বর্ধমান পৌর উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বিধায়ক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিমাই সাহা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পুরপতি ডাঃ স্বরূপ দত্ত। উৎসব চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিনই সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। এদিন উপাচার্য-এর এক অবমাননাকর বক্তব্যে সাংবাদিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পূর্বস্থলীর অ্যাসিড আক্রান্ত ছাত্রীর পরিবারের পাশে মহিলা সমিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২১ ডিসেম্বর : অ্যাসিড হামলায় আক্রান্ত ছাত্রীর পরিবারের সাথে দেখা করলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির এক প্রতিনিধিদল। তাঁরা অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির এক প্রতিনিধিদল পূর্বস্থলীর নতুন দামপাল গ্রামে যান। তাঁরা আক্রান্ত ছাত্রীর পরিবারকে চিকিৎসার জন্য তার মা মালতি মাহাতোর হাতে দশ হাজার টাকা তুলে দেন।

সংগঠনের পূর্বস্থলীর জোনাল কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর। তিনি বলেন, মহিলা সমিতি এই পরিবারের পাশে থাকবে, আইনি সাহায্য করবে। তিনি রাজ্য সরকারকে ওই পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, সারা দেশেই মহিলা সমিতি মহিলাদের সম্মান রক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই রাজ্য মহিলারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। স্কুল-কলেজ-হাটে বাজারে পথে ঘাটে ও এমনকি নিজের বাড়িতেও মহিলারা

—এরপর চারের পাতায়

সহায়ক মূল্যে ধান কেনার দাবিতে বিক্ষোভ কালনায় ও গলসীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ ডিসেম্বর : কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ন্যূনতম ১৪৭০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দরে ধান ক্রয়, প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় ক্রয় কেন্দ্র খুলে নগদ মূল্যে ক্রয়, অভাবী কৃষকদের কৃষি ঋণ মুকুব, প্রান্তিক কৃষকদের বিনা সুদে কৃষি ঋণ, তপশিলি জাতি-উপজাতি-ওবিসি ছাত্র-ছাত্রীদের জাতি প্রমাণপত্র দেওয়ার সরলীকৃত ও দ্রুত করা প্রভৃতি ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে এদিন বিডিও-কে ডেপুটেশন, বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ হয়। সারা ভারত কৃষকসভা, ডি.ওয়াই.এফ.আই ও সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে কালনা-১ বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অবস্থানে সভাপতিত্ব করেন সুশীল সিংহ। বক্তব্য রাখেন—বীরেন ঘোষ, অরুণাভ চক্রবর্তী, হালিম সেখ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আলিম সেখ, নির্মল সিংহরায়, মানস রায় প্রমুখের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বিডিও-কে স্মারকলিপি দেন। এই দাবিগুলি দ্রুত রূপায়ণের দাবিতে তারা এদিন এস.টি.কে.কে রোড অবরোধ করেন।

গলসী, ২১ ডিসেম্বর : সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় ও বোরো চাষের জন্য পর্যাপ্ত জলের দাবিতে জাঠা মিছিল ও ডেপুটেশনে সামিল হলেন গলসী-১ ও ২নং ব্লকের কৃষকরা। ২০ ডিসেম্বর তাঁরা গলসী-১ ব্লকে ডেপুটেশন দেন। ২১ ডিসেম্বর খানা থেকে কুরকুবা কৃষকজাঠার মাধ্যমে ১০ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেন। তাদের দাবিগুলি ছিল

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

২৬ ডিসেম্বর, ২০১৬

সাদা টাকা কালো টাকার খেলায় জেরবার মানুষ

কালো টাকার হাঙর-কুমিরদের ধরার নামে ৮ নভেম্বর রাত থেকে মোদিজি যেভাবে একের পর এক ফরমান জারি করে চলেছেন এবং আজ এক কথা ও কাল এক কথা বলে চলেছেন, তাতে তাঁর এই তথাকথিত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পিছনের ইতিহাস নিয়েই প্রশ্ন জাগছে। কালো টাকার বিরুদ্ধে তাঁর এই তথাকথিত অভিযানে বিধ্বস্ত হলেও সাধারণ মানুষের একটা অংশের মনে কম-বেশি আশার সঞ্চার ঘটিয়েছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই এই আশা পরিণত হচ্ছে সংশয়ে এবং সন্দেহে। প্রশ্ন জাগাচ্ছে, কালো টাকা উদ্ধারের নামে যা চলছে তাতে কালো টাকা কি আদৌ ধরা পড়বে, না কি কালো টাকা পরিণত হবে সাদা টাকায়? এটাই কি তাহলে মোদিজির আসল উদ্দেশ্য ছিল? উদ্দেশ্য সত্য হলেও এটা কি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাব এবং চূড়ান্ত অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক নয়? যার ফলে আজ এক সিদ্ধান্ত কাল এক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়ে চলেছে। এর শেষ কোথায় কেউ বুঝতে পারছে না।

ঘোষিত ৫০ দিন প্রায় শেষ হতে চললো। কিন্তু এখনও টাকার জোগান এতই অপ্রতুল যে লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও এটিএম-এ যে সামান্য টাকা প্রাপ্তব্য, তাও পাওয়া যাচ্ছে না। অ্যাকাউন্ট থেকেও প্রয়োজনমতো টাকা তোলা যাচ্ছে না। হয়রানির কোনো শেষ নেই। বাতিল টাকা যা মোট জমা পড়েছে, তার পরিমাণে কালো টাকা সামান্য বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। উল্টো প্রক্রিয়ায় কালো টাকা সাদা করে নেবার প্রক্রিয়াই বেশি জোরদার হয়ে উঠছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংক-কর্মচারী থেকে শুরু করে রিজার্ভ ব্যাংকের অফিসারদের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। বস্তা বস্তা নতুন টাকা উদ্ধার হচ্ছে। নানা জাল অ্যাকাউন্টে, এমনকি সামান্য রোজগেরে মানুষের অ্যাকাউন্টেও টাকা জমা করে তাদের বিপদে ফেলছে।

এর প্রতিকার কোথায়? মোদিজি ক্যাশ-লেস ইকনমির কল্প গল্প ফাঁদছেন, ভারতের মতো একটি দারিদ্র্য ও অশিক্ষা-জর্জরিত দেশে। সমালোচনার মুখে পড়ে অর্থমন্ত্রী এখন ক্যাশলেস-এর পরিবর্তে লেসক্যাশের কথা বলছেন।

আসলে সাধারণ মানুষকে তাঁরা অবিরাম ধোঁকা দিয়ে চলেছেন। এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রক্রিয়া দেশকে ও দেশের মানুষকে কোন আতান্তরে নিয়ে ফেলবে। সেই আশংকায়ই এখন দিন গুনতে হচ্ছে।

নতুন চিঠি ৩৯ পেরিয়ে চল্লিশে পা দিল। চড়াই উতরাই এই দীর্ঘ পথে বহু ঘটনার সাক্ষী এই পত্রিকা। পত্রিকার চল্লিশে পদার্পণ উপলক্ষে ও আগত ইংরাজি নববর্ষে সকল গ্রাহক পাঠক বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানায় নতুনচিঠি পরিবার।

স্মারকলিপি কর্মসূচি সফলের লক্ষ্যে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ ডিসেম্বর : দশ দফা দাবিতে আগামী ৪হ জানুয়ারি কালনা পৌরসভায় স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি সংগঠিত হবে। এই কর্মসূচি সফল করার লক্ষে সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে লাগাতার প্রচার কর্মসূচি সংগঠিত হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ২১ ডিসেম্বর কালনা শহরে মিছিল হয়। এই মিছিল পৌরসভার ৩, ২, ১ ৪ এবং ৮ নং ওয়ার্ড পরিক্রমা করে। কর্মসূচি নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

.এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্ফর আহমদ কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
২. কোন ক্রিকেটার কবে টেস্টে শতরানের হাফ সেঞ্চুরি করে সেঞ্চুরি এভারেস্টে পৌঁছে যান?
৩. 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি কে কবে রচনা করেন?
৪. শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী'র ভিত্তিপ্রস্তর কবে হয়েছিল? কে করেন?
৫. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় সরকার কবে অনুমোদন দেয়?
৬. 'গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড' কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
৭. কার জন্মদিন স্মরণে কবে থেকে জাতীয় গণিত দিবস পালন শুরু হয়?
৮. জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর কবে ফাঁসি হয়েছিল?
৯. নরেন্দ্রনাথ দত্ত কবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? কত সালে কার অনুরোধে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নাম নেন?
১০. কবে থেকে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন হিসাবে পালিত হচ্ছে?
১১. বিশ্বে প্রথম কোন দেশ কবে ক্রিসমাস ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল?
১২. কার উদ্যোগে ও পরিচালনায় সাপ্তাহিক 'লাঙ্গল' পত্রিকা কবে প্রকাশিত হয়? সম্পাদক কে ছিলেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

বাংলার বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষ-এর ২০১৬ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়ার জন্য আমরা গর্বিত। নতুন চিঠি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে। তিনি আরও কবিতা ও সাহিত্য সৃষ্টি করে বাংলার মনীষাকে সমৃদ্ধ করবেন।

২০১৬ সালের সালতামামি

জানুঃ ১. ভারত সরকার এবছরটিকে 'এলপিজি ক্রেতাবর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করে। আগামী তিন বছরের মধ্যে সব বাড়ি এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার এবং সিলিন্ডারের গ্যাস বাইরে থেকে সিলিন্ডারের ভিতর কত গ্যাস আছে দেখা যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

১. চীনে জন্মানো সব দ্বিতীয় সন্তান বৈধতা পাবে এই নীতি কার্যকর হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে এক সন্তানের বেশি সন্তান নিষিদ্ধ ছিল।

১. পূর্ব ভারতের একমাত্র ইউনানি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ মহঃ সারফুদ্দিন কাদরি (১৪৪ বছর) প্রয়াত হন।

১. কালকা মেলে ট্রেনের ১৫ বছর পূর্ণ হয়।

জানুঃ ২. সৌদি আরবের ১২টি শহরে একদিনে ৪৭ জন সন্ত্রাসবাদীকে মৃত্যুদণ্ড দেয় সৌদি সরকার।

২. পাঞ্জাবের পাঠনকোটে বায়ুসেনার ঘাঁটিতে আচমকা জঙ্গী হানায় ৫জন জঙ্গীসহ ৩ জন বায়ুসেনা নিহত হন।

২. ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা, সিপিআই দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এ.বি. বর্ধন (অর্ধেন্দু বিকাশ বর্ধন) প্রয়াত হন।

জানুঃ ৩. চিন দেশের হেলং জিয়াং প্রদেশে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু (৫১ মিটার) বরফের রাজপ্রাসাদ সান্দ্বীপের বরফ হ্রদের ওপর তৈরি হয়।

৩. অর্থনীতিবিদ, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে ডিলিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

জানুঃ৪. ইম্ফলের এসেংলট-এ ১৭ কিমি গভীরে ভূমিকম্প (রিঃ স্কেলে ৬.৮) হয়। ভারতের ১১টি রাজ্যে কম্পন অনুভূত হয়।

জানুঃ৫ . মুখ্য নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে। মোট ভোটার ৬, ৫৫,৪৬,১০১ জন।

জানুঃ৮. শ্রীলঙ্কার রত্নপুরা শহরের একটি খনি থেকে ১৪০৪.৪৯ ক্যারেটের বিশ্বের সবচেয়ে বড় নীলার খোঁজ পাওয়া যায়। দাম ৮০০ কোটি টাকা। নাম রাখা হয়েছে 'দ্য স্টার অফ আদম'।

জানুঃ ৯. জার্মানির অ্যাঞ্জেলিক ফের্বার ও আন্দ্রেয়া পেটকোভিচ জুটিকে হারিয়ে ব্রিসবেন ওপেন-এ চ্যাম্পিয়ন হন সানিয়া মির্জা ও মার্টিনা হিঙ্গিস জুটি।

জানুঃ১০. 'ন্যাশনাল অ্যারোটেনিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (নাসা) গ্রহ অনুসন্ধানকারী মহাকাশযান 'কেলপার' ১০০টির বেশি গ্রহের সন্ধান দেয়।

জানুঃ১১. তুরস্কের আদালত একজন অপরাধীকে ৩৩৪ বছরের কারাদণ্ড দেয়। ওই অপরাধী ১১ জনের ক্রেডিট কার্ড চুরি করে যাবতীয় তথ্য সাইবার অপরাধীদের কাছে বিক্রয় করেছিল।

জানুঃ১২. তুরস্কের ইস্তানবুল শহরে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ১৮ জন মারা যান, আহত ২০ জন।

জানুঃ১৩. পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে এক পোলিও টিকা কেন্দ্রে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ১৫ জন মারা যায় আহত অন্তত ৩০ জন।

জানুঃ১৬. জৈব সার দিয়ে চাষ করার জন্য প্রথম জৈব রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায় সিকিম রাজ্য।

জানুঃ১৬. সিগারেট সহ সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তুর্কমেন-ই-স্তান সরকার।

জানুঃ১৬. ২০০ আলোকবর্ষ দূরে প্রকাণ্ড গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ ও কৃষ্ণগহ্বর আবিষ্কার করে জাপানের মহাকাশচারী দল।

জানুঃ১৭. ইরানের ওপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর্থিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় তেলের দাম কমে যায়।

জানুঃ১৭. পৃথিবীর পরিমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে প্রথম ফুল (কমলা রঙের জিনিয়া) ফোটে। ২০১৪ সালে বসানো হয়েছিল।

জানুঃ১৯. বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ জাপানের ইয়াসুতারো কইদে (১১২ বছর) প্রয়াত হন।

জানুঃ২০. ফরওয়ার্ড ব্লক দলের প্রবীণ নেতা সুব্রত বসু (ইনি নেতাজির ভাইপো) প্রয়াত হন।

জানুঃ২১. সৌরজগতে এক নতুন গ্রহের (প্ল্যানেট নাইন) সন্ধান পান ক্যালিফোর্ণিয়ার গবেষকরা।

জানুঃ২১. বিখ্যাত ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী মৃণালিনী সারাভাই (৯৭) প্রয়াত হন।

জানুঃ২২. বিশিষ্ট তবলা শিল্পী পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ (৮০) প্রয়াত হন।

জানুঃ২৩. এবার থেকে ইভিএম মেশিনে নোটা বাটনের জন্য নতুন চিহ্ন (x) আনার কথা নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে।

জানুঃ৩১. গ্যালাপ ইন্টারন্যাশনাল নামে এক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে চিনের ৯০ শতাংশ মানুষই নাস্তিক।

সংকলন : কাজী আবদুল করিম

(ক্রমশঃ)

মহিলাদের প্রতিবাদ সভা কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ ডিসেম্বর : রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এরাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। পার্কস্ট্রিট থেকে কামদুনী, কাটোয়া থেকে মধ্যমগ্রাম, নবাবহাট থেকে গড়বেতা, পূর্বস্থলী থেকে উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের নারীরা কোথাও নিরাপদ নন। নারী নির্যাতনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে শিশু পাচারের ঘটনা। আজ বৈদ্যপুর মোড়ে প্রতিবাদ সভায় বলেন মহিলা নেত্রীরা। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন খুকু আইচ, বক্তব্য রাখেন অঞ্জলি মণ্ডল, সন্ধ্যা রায়, সোনালী দাঁ, জনা পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মহিলা নেতৃবৃন্দের অভিযোগ রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেও মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নেই। দুষ্কৃতীরা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে একের পর এক কাণ্ড সংঘটিত করে যাচ্ছে। সভার পূর্বে একটি মিছিল কালনা শহর পরিক্রমা করে।

অন্য সংস্কৃতি

একটি ছোট ছেলে আর আপেল গাছ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

একটা ছোট ছেলের সাথে একটা আপেল গাছের খুব ভাব হল। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। দিনভর ছেলেটা গাছের ডালপালায় চড়ে দোল খায়। পাতার ছায়ায় ঘুমোয়। খিদে পেলে আপেল খায়। দিনের শেষে সাঁঝের বেলায় ছেলেটা ঘুমোতে যায় নিজের ঘরে আর আপেল গাছ ঘুমোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পরদিন খুব সকালে ছেলেটা নদীর ওপারে তার কাঠের বাড়ি থেকে বেরিয়ে, দড়ির সাঁকো বেরিয়ে, তারপর এক ছুটে এসে আপেল গাছকে জড়িয়ে ধরে। দুজনে আদরে আদরে দুজনকে ভরিয়ে দেয়। ছেলেটা খেলে চলে ডালে ডালে, ঘুমোয় পাতার ছায়ায়, খিদের সময় আপেল খায়। এমনিভাবেই বেশ সুখে সময় কাটছিল।

হঠাৎ যে কী হল। আপেল গাছের খুব মন খারাপ। ছেলেটা তো আসে না অনেকদিন। আর তো আদর-সোহাগ করে না, খেলা করে না, পাতার ছায়ায় ঘুমোয় না, খিদের সময় ফল খায় না।

শেষে বেশ অনেকদিন বাদে ছেলেটা একদিন এল।

"কেন আসনি এতদিন আমার সাথে খেলতে?"

"এখন যে আমি খানিক বড় হয়েছি। গাছের সাথে খেলা করার মতো ছোট তো আর নই।"

"এখন তাহলে খেলা কর না?"

"আমি পুতুলের সাথে খেলতে চাই। কী সব দারুণ ভালো ভালো পুতুল। আমার তো ওগুলো কেনার পয়সা নেই। তাই পুতুলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। মনে মনে খেলি।"

"আমি তোমাকে পুতুল কেনার পয়সা দিতে পারি।"

"কীভাবে?"

"তুমি আমার আপেলগুলো সব নিয়ে নাও। তারপর বাজারে বেচে দাও। অনেক পয়সা পাবে। তাই দিয়ে পুতুল কিনতে পারবে। তবে আমাকে ভুলে যেও না। মাঝে মাঝে এসো আমার কাছে।"

ছেলেটা পুতুল কিনল আর পুতুল খেলার খুশিতে আবার আপেল গাছকে ভুলে গেল।

আবার অনেকদিন পর ছেলেটি মাথা নিচু করে আপেল গাছের কাছে হাজির।

"কী খবর? ডুব মেরে দিয়েছিলে যে আবার?"

"আমার ঘরটা যে পুরানো হয়েছে। সারাতে হবে। টাকা পাই কোথায়?"

"ও এই কথা। তা আমার ডাল-পালাগুলো কেটে নাও। বেচে দিলে কাঠের দাম পাবে। তাই দিয়ে ঘর সারিও।"

ছেলেটি ডালপালা কেটে গুছিয়ে নিয়ে বাজারের দিকে এগোল। আপেল গাছ বলল "মাঝে মাঝে খোঁজ নিও। কেমন আছি।"

আবার অনেকদিন কেটে গেল।

এবার ছেলেটি যুবক হয়েছে। আপেল গাছটিও বুড়ো হয়েছে। তার ফল সে ছোট ছেলেটিকে কবেই দান করেছে। তারও পরে সে দান করেছে তার ডালপালা। এখন গাছটি ন্যাড়া, শুধু গুঁড়িখানি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মনটাও তার বেশ ভালো নয়।

"এবার যে আমাকে আবার মনে পড়েছে, এবার আমার কাছে আবার কী চাই?"

"দেশ-বিদেশ পাড়ি দিয়ে দেখতে চাই। চাই একটা নৌকো। নোকো একটা দিতে পারবে?"

"আমার গুঁড়িটা কেটে নাও। ওই কাঠে নৌকো বানিয়ে নিও।"

সেদিনের ছোট্ট ছেলেটি, আজকের যুবক, আপেল গাছের গুঁড়িটা কেটে নিয়ে চলে গেল। আপেল গাছ পড়ে রইল অবশেষে তার শিকড় আর চার ফুট গুঁড়ি নিয়ে আহত অভিমানে।

বহুদিন পরে বুড়োটে হয়ে সেই ছেলেটি এবার শেষবার ফিরে এল মনমরা সেই আপেল গাছের কাছে।

"আমি বড় হাঁফিয়ে উঠেছি, ঘুরে ঘুরে। একটু বিশ্রাম চাই। একটু বসতে চাই।"

"আমার সবইতো কালে কালে তোমায় দিয়ে দিয়েছি। তবুও এখনও এটুকুও দিতে পারি। বোসো আমার অবশেষ গুঁড়িতে হেলান দিয়ে।"

ছেলেটি, থুড়ি, বুড়োটি গুঁড়িটুকুতে হেলান দিয়ে বসল। ধীরে ধীরে সে তার ভুল বুঝতে পারল। সে শুধু নিয়েই গেছে তার পরম কাছের মিতার কাছ থেকে। বিনিময়ে দেয়নি একটুও ভালোবাসা।

ছোটদের জন্য গল্প

জানি এদিন শেষ হবে, শেষ হবে দাহ

কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়

চারিদিকে ইতরতা, ঘৃণা, লোভ, দ্বেষ
নরকাগ্নির লেলিহান শিখা, আবৃত
করে যা কিছু ভালো, সুস্থতার স্বদেশ।
হায়! এই পরিস্থিতি নয় সমাদৃত!
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে হাত,
ধানের গুচ্ছের পরে, ঝর্ণার আলোয়—
প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসার বিপন্ন রাত—
গেয়ে গেছি গান, ভীমপলশ্রী মালায়
জানি এদিন শেষ হবে, শেষ হবে দাহ
ঘুচে যাবে অন্তহীন কান্নার প্রবাহ,
যা কিছু জীর্ণ, ভগ্ন, প্রাচীন যত স্তূপ—
ক্ষয়িত হবেই হবে, শেষ হবে দাহ
এক মুঠো আকাশ থেকে ঝরে অম্লান
মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের আশাবরী গান।

বলছি তোমাকেই

মিনতি গোস্বামী

নস্টালজিয়া ছাড়ো কবি
আজ আর কেকের লাইনে দাঁড়িয়ো না
চলো কলকাতার ফুটপাত ধরে
দুজনে শীতের রাতে একটু হাঁটি।
কলকাতার আলো আঁধারি ফুটপাতে যে
প্রকৃত বেথলেহেম
কেন তুমি বুঝলে না?
কেন বারবার এরা
তোমার কবিতায় আসে না।
এখানে শত শত যীশু জন্ম নেয়
শতজীর্ণ পোশাক পরা মেরী মায়ের কোলে
পেরেক নয়, অনাদর অবহেলায়
রক্তাক্ত হয়ে হয়ে এরা
মৃত্যুর মুখ থেকে
রোজ জীবনকে বাঁচিয়ে তোলে।
কবি তোমার গ্রুপ তো কাল
দশ হাজার সংখ্যা পার করলো
এবার বড়দিনে
বড় কবির কলম লিখুক
বড়দিনে কেক চাই না, চাই না চার্চে মোমবাতি
সব পথ যীশুদের চাই
দুটো গরম ভাত
শীতের রাতে তাদের চাই
কম্বলের উষ্ণ তাপ।

চোয়াল শক্ত করে

বিকাশ বিশ্বাস

দুদিনের খাঁটি অটল বন্ধু
সংগ্রামে ধরে রাখো
ঘরের ছাউনি উড়ে গেলেও
কাঠামো রক্ষা শেখো।

বিভ্রান্ত যারা আগেই সরেছে
ক্ষোভে দুঃখে আর হতাশায়
উল্টানো ছাতা সোজা করো
ফিরবে নতুন আশায়

ভিন্ন কথা শোনার অভ্যাস
বাড়িয়ে দেয় ধৈর্য্য
দশে মিলে ভাবলে শেষে
সফল হবে কার্য।

স্বভাবে ভীরু ত্রাসের মেঘ
দ্রুত যাবে সরে
নিত্য থাকো জনতার পাশে
চোয়াল শক্ত করে।

নির্জন দুঃখ

নমিতা রাউত

জীবনে অনেক বসন্তের খেলাতো হল
ভরা বসন্তের পাতাদের ভিড়ে
ফুলেদের মেলা হল শেষ
শেষ বসন্তে বিষাদের মেঘ ছায়ায়
নিঃশব্দ ক্রন্দনের ঢেউ
অস্থির এলোমেলো মন
পিচ্ছিল সময়ের নিঃস্প্রভ বিকেলে
নেমে আসে অকাল গোধূলি
নিঃশেষ হয়ে যায় হৃদয়ের খেলা
যামিনীর গোপন গভীরে
চৈত্রের রৌদ্রদাহে ধ্বস্ত ধরণী
পাতা ঝরে যাওয়ার
নির্জন দুঃখ নিঃসঙ্গ আঁধারে।

লুকোচুরি

গৌতম সাহা

খোঁজ খোঁজ খোঁজ—খুঁজছে সবাই
আকাশ-পাতাল-মরু
ভূমির বুকে ওয়েসিসের
সবুজ পাড়ায় তরু।
গবেষণার শেষ যে কোথায়!
কেউ জানে না কবে,
খুঁজে-পেতে জানতে হবে,
পেতেই তাকে হবে।
পেলেও কিছু যায় হারিয়ে,
তখন আবার খোঁজা
শুরু হয়ে যায় চারপাশ,
নয়তো পাওয়া সোজা।
অনেক কিছু হারিয়ে গেছে,
আর যাবে না পাওয়া,
ক'দিন আগেও সঙ্গে ছিল,
আজকে দেখি—হাওয়া।
কেউ খোঁজে না, নেয় মেনে সে
যাক হারিয়ে যাক না,
যেটুক' আছে তা-ও তো অনেক,
এটুক' আছে—থাক না।
কেউ মানে না, হন্যে হয়ে
বেড়ায় খুঁজে তাকে,
বিশ্ব থেকে ব্রহ্মাণ্ডে,
তারা-র ফাঁকে ফাঁকে।

একটি জীবন

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

একটি জীবন ভাসতে ভাসতে
আলোয়, অন্ধকারে
ভাসতে ভাসতে জীবন ডাকে
স্মৃতির মাঝে জড়িয়ে থাকে
জীবন মধুময়
প্রাণে প্রাণে, বাউল গানে
লক্ষ পথের কলতানে
ভাসতে ভাসতে একটি জীবন
আঁধার-আলোয় লয়
জীবন তুমি মন্দভালোয়
শাশ্বত, অক্ষয়।

দেবলীনা সিংহরায়-এর কণ্ঠে লালনের গান

ক্যাসেট সমালোচনা

লোকসঙ্গীত সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা সাহিত্যিক বা সামাজিক দিক থেকেই করা হয়েছে, সংগীতিক দিকটা খুব বেশি আলোচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অনেকে মনে করেন ক্লাসিক্যাল অথবা ক্লাসিক্যাল আশ্রিত গান গাইতে হলে কণ্ঠসাধনার প্রয়োজন হয়, লোকসংগীতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা সঠিক নয়। লোকসংগীতেরও একটা নিজস্ব গায়নপদ্ধতি আছে এবং তা শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করতে হলে কণ্ঠলালিত্যের দরকার। লোকসংগীত দুপ্রকারের—এক, সুর যেখানে কথানির্ভর। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছেন, "সুর যেখানে কথানিরপেক্ষতায় আপন অভিব্যক্তিতে আবেদনময় হয়ে ওঠে এবং বিশেষ জাতের বিশেষ প্রকৃতিকে উদ্ঘাটিত করে সেখানেই লোকসংগীতের উৎকর্ষ। সেইজন্যই পৃথিবীর সর্বদেশের এ ধরনের লোকসংগীতের আবেদন দেশাতীত হয়ে ওঠে।

লোকসংগীতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এর আঞ্চলিকতা। এই আঞ্চলিকতা গড়ে ওঠে একটি এথনিক গ্রুপ-এর মধ্যে থেকে। এভাবেই উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়া-চটকা, পূর্ববঙ্গে সারি-ভাটিয়ালি-ধামাইল, বীরভূমে বাউল, পশ্চিম রাঢ় সীমান্তে ঝুমুর-ভাদু-টুসু গানের ব্যাপক প্রচার। স্বভাবতই এ সমস্ত গান গাইতে গেলে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে যেন একাত্ম হতে হয়, সেখানকার মানুষজনের সাথে তেমনি সত্য আত্মীয়তা অর্জন করতে হয়। আমাদের বাংলাভাষায় বিশ শতকের তিনের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে রেকর্ড বা রেডিওর মাধ্যমে লোকসংগীতের প্রচার শুরু হয়েছে এবং ভৌগোলিক সীমারেখা গেছে দূর হয়ে। অর্থাৎ, শ্রোতাদের কাছে তা বোধগম্য হতে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু গাইতে গেলে বিপত্তি। আমাদের পূর্বসুরীদের মধ্যে আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, শচীন দেব বর্মন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, অনন্তবালা বৈষ্ণবী, পরবর্তীকালে নির্মলেন্দু চৌধুরী, অমর পাল, পূরবী মুখোপাধ্যায়, গীতা চৌধুরীরা নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই তাঁরা নিজেরা যেমন সার্থক শিল্পী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন, লোকসংগীতকেও তেমনি নাগরিক সমাজে সম্মানের সামনে বসিয়েছেন।

ইদানিংকালে রেকর্ড ও রেডিও-র যুগ প্রায় শেষ। দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে রিয়্যালিটি শো অথবা প্রাতঃকালীন অধিবেশনে নতুন নতুন লোকশিল্পীদের উপস্থাপিত করে লোকসংগীতের জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু, আসলে কী ঘটছে? গ্রামের শিল্পীদের তুলে এনে 'মেন্টর' নামক এক ব্যক্তি নিজ পছন্দমতো পণ্যের উপযোগী করে লোকসংগীতকে সাজিয়ে পসরা করে বিক্রিবাটা করা শুরু করে দিয়েছেন। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শিল্পীর কণ্ঠস্বরের খামতি পূরণ করে তাকে যখন পর্দায় দেখানো হচ্ছে, তখন গ্রামের কাঁচামাল শহরের পালিশে চাকচিক্য অর্জন করে আবার গ্রামেই বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে।

লালনের গানের প্রসঙ্গে বলতে হয়, লালন হচ্ছেন গুরুরও গুরু। একথাও বলেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস— রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের গুরু হন, তাহলে লালন সম্পর্কে এ কথা খাটে। আজ লালনের গান দিনকালের সীমা ছাড়িয়েছে। সুরের ব্যাপ্তিতে ভাবের গভীরতায় লালনের গানের তুলনা লালনের গানই। অনেকের মতে, লালনের ভণিতাযুক্ত সব গানই লালনের নয়, যেমন রামপ্রসাদী সুরের গানে রামপ্রসাদের ভণিতাযুক্ত থাকলেও সব গানই রামপ্রসাদের রচনা নয়। তবুও এ যাবৎ যতগুলি গান আমরা লালনের গান বলে শুনি তার সাংগীতিক ও সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম।

দেবলীনা সিংহরায় সে হিসাবে একজন বিরল ব্যতিক্রমী। সম্প্রতি সারেগামা থেকে 'লালন বলে' নাম দিয়ে দেবলীনার একটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। অ্যালবামটিতে দশটি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি গান বহুল প্রচলিত। কিন্তু বহুল প্রচলিত গানও অনেক সময় শিল্পীর কণ্ঠমাধুর্যে

নতুন বলে মনে হয়।

দেবলীনা আসানসোলের মেয়ে। সাংগীতিক পরিবেশে তাঁর জন্ম। পিতা শ্রীকৃষ্ণ সিংহরায়-এর কাছে তাঁর সাত বছর বয়স থেকে হাতেখড়ি। আজও তা চলছে সমানতালে।

২০১৪ সালে রাজ্য সংগীত আকাদেমিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। বর্তমান প্রতিবেদক তাঁর ছয় দশকের অধিককালের সংগীত জীবনে এমন সুরেলা ও ভাবোদ্দীপক কণ্ঠ খুব কমই শুনেছেন। অতি অল্পসংখ্যক লোকসংগীতের উপযোগী যন্ত্রানুষঙ্গ নিয়ে যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালক রকেট মণ্ডলের পরিচালনায় গানের কথা ও সুর কোথাও অস্পষ্ট হয়নি। সংগীত পরিচালক ও দেবলীনার শিক্ষক ড. তপন রায় ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক ছন্দের গানগুলি পরপর সাজিয়েছেন চমৎকার।

সংগীতপ্রেমীদের কাছে এই অ্যালবামটি সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য।

লালন বলে : লালন ফকিরের গান
দেবলীনা সিংহরায়
সারেগামা
মূল্য : ১২৫ টাকা

অশোক দাস

রম্যবীণা সাংস্কৃতিক সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২১ ডিসেম্বর : সম্প্রতি রম্যবীণা সাংস্কৃতিক সংস্থার ৩৯তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল ইস্পাতনগরীর নেতাজি ভবনে। অনুষ্ঠানে সংস্থার দ্বারা আয়োজিত 'মনীশ স্মৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'-র সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রায় শতাধিক প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। নাচ-গান-আবৃত্তি সহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে রবীন্দ্রসংগীত আশ্রিত নৃত্য-গীতিআলেখ্য 'পূজায় প্রেমে'। নৃত্য নির্দেশনায় সুপ্রিয়া বিন্দু ও সংগীত নির্দেশনায় ছিলেন বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত।

জামালপুরের মাঠশিয়ালী গ্রামে সব্জি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২১ ডিসেম্বর : বর্ধমানের জামালপুরের মাঠশিয়ালী গ্রামে সন্ধে রাতে খুন হলেন এক সব্জি ব্যবসায়ী। প্রাইভেট পড়ার জন্য বোনোর বাড়িতে ছেলে ও মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রহস্যজনকভাবে খুন হলেন এই সব্জি ব্যবসায়ী। নাম খোকন মালিক (৪০)। বাড়ির সামনের রাস্তার ওপর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। খবর পেয়ে রাতেই পৌঁছায় জামালপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে জামালপুর থানা। এদিনই সব্জি ব্যবসায়ী মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবারের লোকজনের দাবি অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে খুন করেছে। পুলিশসূত্রে খবর খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত চালানো হচ্ছে। কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

শিল্পতালিকায় রাজ্য ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে

—প্রথম পাতার পর

ডিভিসি শ্রমিক ইউনিয়ন-এর সাধারণ সম্পাদক জীবন আইচ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক পদক্ষেপের ফলে ডিভিসির জলসেচ প্রকল্প ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হয়ে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। দুর্গাপুর ব্যারেজের পলি উত্তোলনের কাজ না হওয়ার জন্য দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ভয়ঙ্কর জল সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। সবচেয়ে উন্নতমানের রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইছে। অন্যদিকে, রাজ্যে নতুন শিল্প হচ্ছে না, চালু কারখানা একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় বলেন, যে গোটা দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ঝুঁকছে। ৬টি রাষ্ট্রয়ত্ব কারখানা ও ১৬ বেসরকারি কারখানা ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট ও ইস্পাতনগরীর বেসরকারিকরেণের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই উদ্যোগ সফল হলে, গভীর সংকটে পড়বে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের সংস্থা দুর্গাপুর কোমিক্যালসকে বেসরকারিকরণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, চরম সংকটে পড়েছে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ডি.পি.এল। ডি.পি.এল-এর কোকওভেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন ডি.এস.টি.পি.এস ইউনিটের সভাপতি নেপাল দে ও সম্পাদক শুভাশিস গুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ শ্রমিক নেতা রথীন রায়, নির্মল ভট্টাচার্য, মহাব্রত কুণ্ডু, সুবীর সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন নেপাল দে।

—প্রথম পাতার পর

বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে

করছে। বিগত এন.ডি.এ সরকারের সময়ে যখন এম.এ.এম.সি, এফ.সি.আই, বি.ও.জে.এল-এর মতো একটার পর একটা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ হয়ে যায়, তখন দুর্গাপুরের ইস্পাত শ্রমিকদের যৌথ আন্দোলনের ব্যারিকেড, এ.এস.পি কেনার জন্য আগত জিন্দাল গোষ্ঠী ও ডি.এস.পি-র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট কেনার জন্য আগত বহুজাতিক সংস্থা এনরনের প্রতিনিধিদের কারখানায় ঢুকতেই দেয়নি। যৌথ শ্রমিক আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রেও দুর্গাপুরের ইস্পাত শ্রমিকরা সারা ভারতের মধ্যে পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করছে।

আজকের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের যৌথ গণকনভেনশন সি.আই.টি.ইউ সহ আই.এন.টি.ইউ.সি, এ.আই.টি.ইউ.সি, বি.এম.এস.এইচ.এম.এস, ইউ.টি.ইউ.সি., টি.ইউ.সি.সি যোগ দেয়।

যৌথ প্রস্তাব উত্থাপন ও ব্যাখ্যা করেন ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের যুগ্ম আহ্বায়ক ও সি.আই.টি.ইউ-এর বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন প্রবীণ শ্রমিক নেতা রথীন রায়, বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, স্টিল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (সি.আই.টি.ইউ)-এর সাধারণ সম্পাদক পি.কে দাস, ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অপর যুগ্ম আহ্বায়ক ও আই.এন.টি.ইউ.সি-র বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি বিকাশ ঘটক, আমীর হায়দার, অরূপ কুমার রায়, অনীত মল্লিক, সব্যসাচী গোস্বামী সহ এ.এস.পি ও ডি.এস.পি কারখানার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ১২ জুলাই কমিটির ও ব্যাঙ্ক কর্মীদের পক্ষে মধুসূদন খান ও ইস্কো আই.এন.টি.ইউ.সি-র পক্ষে হরজিন্দার সিং। সভাপতিত্ব করেন রথীন রায়। কনভেনশন স্থল উপচে পড়া ভিড় প্রমাণ করছে আসন্ন লড়াই-এর জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে ইস্পাত শ্রমিকরা।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর, জন্ম ৫.৮.১৮৮৯; ২। শচিন তেণ্ডুলকর, ২০১০ সালের ১৯ ডিসেম্বর; ৩। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৭৬ সালের ২০ ডিসেম্বর; ৪। ১৯১৮ সালের ২২ ডিসেম্বর (৮ পৌষ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ৫। ১৯৪১ সালের ২২ ডিসেম্বর; ৬। ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর; ৭। গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজের ১২৫ বছর স্মরণে, ২০১১ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে; ৮। ১৯৪৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর; ৯। ১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৯০ সালে ক্ষেত্রীয় রাজা অজিত সিং-এর অনুরোধে; ১০। ৩৩৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর; ১১। কানাডা, ১৮৯৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর; ১২। কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর।

যৌথ উদ্যোগে ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ ডিসেম্বর : কালনা ও কোলকাতার দুটি আবাসিক ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে কালনা শহরে একটি পাঁচ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল। আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিবিরের উদ্বোধন করেন কালনা পৌরপতি দেবপ্রসাদ বাগ। চলতি বছরে ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৪৫ জন ছাত্রকে নিয়ে কালনা সুপার সকার ক্লাব আবাসিক ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করে। লক্ষ্য গ্রাম গঞ্জে দক্ষ ফুটবলার তৈরি করা। অন্য দিকে প্রখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার সুবীর ঘোষের কোলকাতায় একটি আবাসিক ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালান। এই দুই শিবিরের বাছাই করা ৫০ জন প্রশিক্ষণপ্রার্থীকে নিয়ে শুরু হল বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। এই শিবিরে অন্যান্য প্রশিক্ষকদের সাথে প্রশিক্ষণ দেবেন সুবীর ঘোষ স্বয়ং। লক্ষ্য প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের দক্ষতাকে আরও উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। সুপার সকার ক্লাবের কর্মকর্তরা এদিন জানান, আমাদের ক্লাবের প্রশিক্ষকরা বিনা সাম্মানিকে প্রশিক্ষণ দেন। একমাত্র ফুটবলকে ভালোবেসে।

গৃহবধু আত্মঘাতী মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ২২ ডিসেম্বর : মেমারি শশিনাড়া গ্রামের ২২ বছরের এক গৃহবধূ আত্মঘাতী হলেন। গৃহবধূর নাম বন্দনা ক্ষেত্রপাল। বন্দনার বাপের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার কমলপুর গ্রামে। স্বপন ক্ষেত্রপালের সাথে দুই বছর বিয়ে হয়েছে। তাঁদের এক বছর দুই মাসের একটি পুত্রসন্তান আছে। স্বপন ক্ষেত্রপাল পেশায় খেতমজুর। সকাল ৫টা নাগাদ ঘরের বাঁশের আড়াতে নাইলনের শাড়ি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়। পুলিশকে জানালে পুলিশ এসে মৃতদেহটি সকাল ৯টা নাগাদ মেমারি থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায় লড়াইয়ের মুরগি কেনা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির হয়। পরে পুলিশ মৃতদেহ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

পুটশুড়ি গ্রামে কৃষি ও স্বাস্থ্য মেলায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ২১ ডিসেম্বর : মেমারি-২ ব্লকের পুটশুড়ি গ্রামে কৃষি ও স্বাস্থ্য মেলা উপলক্ষে একটি রক্তদান শিবির হয়। মেলা ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে চলে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রক্তদান শিবির মানব সেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সদনের ডাক্তার। শিবিরে ১৮ জন মহিলা সহ মোট ৫৪ জন রক্ত দান করেন। এই শিবিরে মানব সেবা কেন্দ্রের সম্পাদক মিলন দত্ত, সিপিআই(এম) নেতা অশেষ কোঙার সহ বহু মানুষ উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহ দেন।

পূর্বস্থলী খাল-বিল উৎসবে মন্ত্রীর বক্তব্যে ক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ২৫ ডিসেম্বর : খাল বিলের শ্যাওলা ও পানা পরিষ্কার করা হবে যন্ত্র দিয়ে। এলাকার মানুষকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। তারা একটা পানাকে ডাঙায় তোলে চার জনে ধরে। আজ পূর্বস্থলীর চাঁদ বিলে অনুষ্ঠিত ১৬তম খাল-বিল, চুনো মাছ-পিঠে পুলি উৎসবের মঞ্চে প্রকাশ্যে বলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। অথচ মন্ত্রীর অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে সেই স্থানীয় মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষেই নাকি এই উৎসব। ইতিমধ্যেই কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে জলাশয় পরিষ্কার, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়েছে। এবারও এই বিলের সৌন্দর্যায়নের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে মন্ত্রী বলেন। তিনি মঞ্চ থেকেই বর্ধমান জেলার সরকারি আধিকারিকদের কাছে এখানে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল প্রকল্পের আবেদন জানান। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু জানিয়ে দেন এখানে জল প্রকল্প হবে। এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাঁকাদহ বিলে একটি ভাসমান হাসের ঘর নির্মাণ করা হয় অনেক আগেই। সেটি ভেঙেচুড়ে একাকার। তা সত্ত্বেও মন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন এলাকার মানুষকে আগামী কাল পাঁচ হাজার খাঁকিক্যাম্বেল হাঁস দেওয়া হবে। পূর্বের পানা-শ্যাওলা পরিষ্কারের নামে কোটি কোটি টাকা জলে যাওয়ায় মন্ত্রী স্বয়ং ক্ষুব্ধ। এই হাঁসের প্রকল্পও জলে যাবে না তো? সেই প্রশ্নই সামনে এসেছে—কারণ হাঁসের ঘরটাই ভেঙে গেছে।

—প্রথম পাতার পর

পূর্বস্থলীর অ্যাসিড আক্রান্ত

নিরাপদ নন। গড়বেতায় দগ্ধ মহিলারা দেহ তার পরিবার সনাক্ত করলেও পুলিশ তা মানতে চাইছে না। পুলিশ সমস্ত ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চাইছে। অপরাধী বা দুষ্কৃতীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নদিয়ার জেলা সম্পাদিকা সেরিনা খাতুন বেগম প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সাধনা মল্লিক, বর্ধমান জেলা সম্পাদিকা শান্তি মজুমদার, মণিমালা দাশ, আলেয়া বেগম প্রমুখ।

—প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ কালনায় ও গলসীতে

বীজতলা হয়েছে অথচ জলের নিশ্চয়তা নেই, ১০০ দিনের কাজ বন্ধ, বকেয়া মজুরি মিলছে না। নির্মল ব্লক ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও বহু বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ হয়নি, সর্বোপরি সরকারি খরচায় প্রচার চলছে যে সহায়ক মূল্য ধান কেনা হচ্ছে অথচ কৃষকরা ৬৩০ টাকা বস্তা দরে ফড়েদের হাতে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। অবিলম্বে ১৪৭০ টাকা কুইন্ট্যাল দরে ধান ক্রয় ও ২০ টাকা হারে যাতায়াত খরচ মোট ১৪৯০ টাকা দরে নগদে ধান খরিদ করার দাবি জানান তাঁরা। বিডিও-২-কে ডেপুটেশনের পর একটি সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষকসভার সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক, গণতন্ত্রিক আন্দোলনের নেতা কমল সরকার, মতিয়ার রহমান, সাইফুল হক প্রমুখ। বক্তারা নোট বাতিলের পর সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের জন্য কেন্দ্রেরও সমালোচনা করেন।

মননে চিন্তনে কর্মে ও চেতনায় স্ফুরণ ঘটানোর হাতিয়ার বই
পড়ুন! সংগ্রহ করুন ও প্রিয়জনকে উপহার দিন!

অতীতকে জানুন। বর্তমানের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলুন।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার উৎস সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ
মূল্য : ৩০০টাকা

সমবায়রত্ন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আকরগ্রন্থ
সমবায় ও মানবসভ্যতা
মূল্য : ৫০০টাকা

জন্মশতবর্ষে শিবানন্দ পালের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন
সংগ্রামী হরেকৃষ্ণ কোঙার
মূল্য :৭০টাকা

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ডজন গল্পের সংকলন
গল্পসল্প
মূল্য : ৫০ টাকা

ড. সুকৃতি ঘোষালের সময়োপযোগী মননশীল প্রবন্ধ সংকলন
প্রতর্ক
মূল্য : ১৭৫ টাকা

স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকিরচন্দ্র রায় প্রণীত
স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়
(দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল্য : ৪০০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে
নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, বর্ধমান
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লি. সমস্ত শাখায়

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

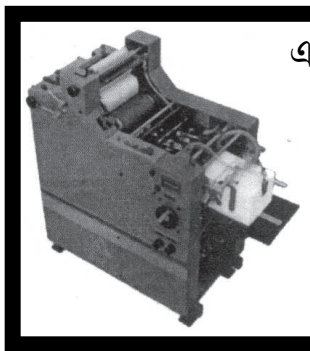

সাধনা প্রেস

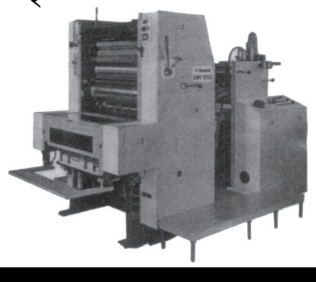

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা